রমযান মাসের ৩০ আসর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ চতুর্দশ আসর

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

সিয়াম ভঙ্গের কারণসমূহ ৭ প্রকার

প্রথম কারণ: স্ত্রী সহবাস

সহবাস বলতে বুঝায়, পুরুষের লিঙ্গ মহিলার জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করানো। এটা সিয়াম সাওম ভঙ্গের বড় কারণ এবং সিয়াম অবস্থায় সবচেয়ে বড় গোনাহের কাজ। সুতরাং যে সিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করল তার সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। চাই তা ফরয হোক কিংবা নফল।

তাই সিয়াম পালনকারী যদি রমযানের সিয়াম পালন অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে তার জন্য সিয়ামের কাযাসহ 'কঠোর কাফফারা' আদায় করা আবশ্যক। এই কাফফারা হলো: একজন মুসলিম কৃতদাস-দাসীকে আযাদ করা। যদি সে কৃতদাস-দাসী না পায় তাহলে শরয়ী ওযর ছাড়া একাধারে দুই মাস সিয়াম পালন করা। শরয়ী ওযর হলো: দুই ঈদের দিন, আইয়্যামে তাশরীক কিংবা শারিরীক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ওজর। যেমন- রোগাক্রান্ত হওয়া কিংবা সিয়াম ভাঙ্গার নিয়ত ছাড়া সফর করা।
এর মধ্যে যদি সে কোনো ওযর ছাড়া একদিনও সিয়াম ভঙ্গ করে, তাহলে পুনরায় তাকে শুরু থেকে সিয়াম পালন করতে হবে। যাতে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করা হয়। যদি দু'মাস একাধারে সিয়াম পালনে সক্ষম না হয় তাহলে ৬০জন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে হবে। প্রতি মিসকীনকে 'আধা কিলো ও ১০ গ্রাম' ভাল মানের গম দিতে হবে।

* সহীহ মুসলিমে এসেছে:

«إن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هل تجد رقبة؟ قال لا، قال: هل تستطيع صيام شهرين، (يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى) قال: لا، قال: فأطعم ستين مسكينا» وهو في الصحيحين مطولا

'জনৈক লোক রমযানে তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে ফতওয়া জানতে চাইল? তখন তিনি বললেন: তুমি কি কৃতদাস আযাদ করতে পারবে। সে উত্তরে বললো জ্বি-না। তখন তিনি বললেন: তুমি কি একাধারে দু'মাস সাওম রাখতে পারবে। (একাধারে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাওম রাখা অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে) সে বলল: জ্বি-না। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন: তাহলে তুমি ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াও।' হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে দীর্ঘাকারে এসেছে।[1]

দ্বিতীয় কারণ: ইচ্ছাকৃত বীর্যপাত ঘটানো

চাই তা চুম্বন, স্পর্শ বা হস্তমৈথুন অথবা কামভাবসহ এমন কিছু করার মাধ্যমে হোক যা বীর্যপাত ঘটায়, এমন হলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। কারণ এগুলো এমনসব কাজ যেগুলো পরিত্যাগ করা ব্যতীত সাওম সংঘটিত হতে পারে

না। যেমন,

* হাদীসে কুদসীতে রয়েছে:

«يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي »

‘(আল্লাহ তা‘আলা বলেন) সিয়াম পালনকারী আমার কারণে তার পানাহার ও কামভাব থেকে বিরত থাকে।’[2]

আর চুম্বন বা স্পর্শ করাতে যদি বীর্যপাত না হয় তাহলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ,

* সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে এসেছে, তিনি বলেন,

«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربِهِ».

‘নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওম অবস্থায় স্ত্রী চুম্বন করতেন এবং সাওম অবস্থায় তিনি স্ত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর কামভাব তোমাদের চেয়ে অধিক নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলেন।’[3]

* অনুরূপ সহীহ মুসলিমে এসেছে:

«أَنَّ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ هَذِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ».

‘উমর ইবন আবূ সালমা রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। সাওম পালনকারী কি চুম্বন করতে পারবে? তখন আল্লাহর নবী বললেন, একে জিজ্ঞাসা কর অর্থাৎ উম্মে সালমাকে (যিনি রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী ছিলেন) অতঃপর উম্মে সালমা বলে দিলেন, আল্লাহর রাসূল এমনটি করতেন। তখন তিনি আরয করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ কি আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন নি? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শুনে রাখ আল্লাহর কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের চেয়ে অধিক তাকওয়ার অধিকারী এবং আমি আল্লাহকে অধিক ভয় করি।’[4]

অবশ্য যদি সাওম পালনকারী চুম্বন বা অন্য কিছুর মাধ্যম বীর্যপাতের আশঙ্কা বোধ করে কিংবা তাদের এ চুম্বন সহবাস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে এবং সে তার কাম উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। তখন তার ওপর চুম্বন ও অন্য আচরণগুলো হারাম হবে। এটা হচ্ছে অন্যায়ে পথ রুদ্ধ করা এবং সাওম ভঙ্গ থেকে সাওমকে হেফাজত করার জন্য। এ জন্যই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওম পালনকারী অযুকারীকে নাকের মধ্যে ভালোভাবে পানি টানার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ, সাওম পালনকারী ভালোভাবে নাকে পানি দিলে পেটের ভেতরে পানি চলে যাবার আশঙ্কা আছে তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন; যাতে সাওম ফাসেদ না হয়ে যায়।

তবে কোনো স্বপ্নদোষের মাধ্যমে কিংবা কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যদি বীর্যপাত হয় তাহলে সাওম ভঙ্গ হবে না। কারণ স্বপ্নদোষ সাওম পালনকারীর ইচ্ছায় হয়নি। আর চিন্তা-ভাবনার বিষয়টি ক্ষমারযোগ্য। কারণ,

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»

‘নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা আমার উম্মত মনে মনে কল্পনা করে যাবৎ তা বাস্তবায়ন করে কিংবা আলাপ করে।”[5]

তৃতীয় কারণ: পানাহার করা

পানাহার করা বলতে, যে কোনো প্রকার খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য মুখ বা নাক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করানোকে বুঝায়। কারণ,

* আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

‘তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। অতঃপর সিয়ামকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ কর।’ (সূরা আল-বাকারা: ১৮৭)

আর নাক দিয়ে কিছু প্রবেশ করানো পানাহারের মতোই। কারণ,

* লাকীত ইবনে সুবরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসে এসেছে:

«وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»

‘(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:) তুমি অযুর সময় নাকে ভালোভাবে পানি পৌঁছিয়ে দাও অবশ্য সাওম পালনকারী হলে এমন করবে না।’[6]

আর নাকে গন্ধের ঘ্রাণ নিলে সাওম ভাঙ্গবে না। কারণ ঘ্রাণের এমন কোনো দৃশ্যমান শরীর নেই যা পেটের ভেতরে প্রবেশ করবে।

চতুর্থ কারণ: পানাহারের অনুরূপ বস্তু গ্রহণ করা

এটা দু’ ধরনের হয়ে থাকে।

এক: সিয়াম অবস্থায় রক্তপাত কিংবা অন্য কোনো কারণে রক্তে প্রয়োজন হলে যদি রক্ত দেয়া হয়, তাহলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। কেননা পানাহারের পুষ্টির চূড়ান্ত পর্যায় হলো রক্ত। রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে সে-ই পুষ্টি অর্জিত হয়।

দুই: যেসব ইনজেকশন খাদ্য ও পানীয়ের বিকল্প, তা প্রয়োগ করা হলেও সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। যদিও তা বাস্তবে খাদ্য ও পানীয় নয়, কিন্তু খাদ্য-পানীয়ের বিকল্প। সুতরাং তা খাদ্য ও পানীয়ের বিধান রাখবে।

আর যে ইনজেকশন খাদ্যের পরিপূরক নয়: তা দ্বারা সিয়াম ভঙ্গ হবে না। যদিও ইনজেকশন মাংসপেশী কিংবা রগে নেয়া হয়। এমনকি কণ্ঠনালীতেও যদি এর প্রভাব যায় তাহলেও সিয়াম ভঙ্গ হবে না। কেননা তা খাদ্যও নয় পানীয়ও নয়; তাছাড়া তা খাদ্য বা পানীয়ের অর্থেও পড়ে না। সুতরাং এর দ্বারা খাদ্য বা পানীয়ের বিধান প্রযোজ্য হবে না।

আর খাদ্য বা পানীয় ছাড়া কণ্ঠনালীতে অন্য কোনো স্বাদের প্রভাব ধর্তব্য নয়।

* এজন্য আমাদের ফকীহগণ বলেন: ‘যদি সাওম পালনকারীর পায়ে কোনো তিক্ত জিনিস ঘর্ষণের ফলে সে এর স্বাদ কণ্ঠনালীতে পায় তাহলে সাওম ভাঙ্গবে না।’

* শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. তাঁর ‘হাকীকতুস সিয়াম’ রিসালায় বলেছেন: ‘কুরআন ও সুন্নাহর দলীল-প্রমাণাদিতে এমন কিছু আসে নি যার ভিত্তিতে দাবি করা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট তা-ই সাওম ভঙ্গকারী যা মগজে পৌঁছে কিংবা শরীরে পৌঁছে কিংবা কোনো গহ্বর দিয়ে প্রবেশ করে অথবা মুখগহ্বরে প্রবেশ করে, কিংবা এধরনের অন্যান্য যেসব বিষয়কে এ-মতামতের প্রবক্তাগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকটে এ হুকুমের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। (অর্থাৎ এগুলোর কোনোটিই সাওম ভঙ্গের মূল কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয় নি।)

তিনি আরও বলেন: ‘যখন এটা প্রমাণিত হলো না যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এসব বৈশিষ্ট্য বা কারণকে সাওম ভঙ্গ হওয়ার কারণ বলে নির্ধারণ করেছেন, তখন কেউ যদি বলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এগুলোকে সাওম ভঙ্গের কারণ নির্ধারণ করেছেন, তবে তা হবে আল্লাহর উপর না জেনে কথা বলা।’[7]

পঞ্চম কারণ: সিঙ্গার মাধ্যমে রক্ত বের করা

কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ»

‘সিঙ্গা যে লাগায় ও যে সিঙ্গা গ্রহণ করে- উভয়ের সিয়াম ভঙ্গ হবে।’[8]

ইমাম বুখারী রহ. বলেন. ‘এ অধ্যায়ে এর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ হাদীস আর নেই।’

আর এটাই ইমাম আহমদ ও অধিকাংশ ফকীহের মাযহাব।

সিঙ্গা দ্বারা রক্ত বের করার অর্থে আরো রয়েছে শিরা কেটে রক্ত বের করা ও এ জাতীয় কর্মকাণ্ড; যা দিয়ে রক্ত প্রদান করলে শরীরে শিঙ্গা দেওয়ার মত প্রভাব পড়ে।

সুতরাং ফরয সিয়াম পালনকারীর জন্য কাউকে রক্তদান করা বৈধ নয়; তবে যদি এমন কোনো অত্যাবশ্যক অবস্থায় পতিত হয়; যা ফরয সিয়ামপালনকারীর রক্তদান দ্বারাই কেবল সমাধান হতে পারে, আর রক্ত দেওয়ার কারণে সাওমপালনকারীরও ক্ষতি না হয় তখন অত্যাবশ্যকতার কারণে রক্ত প্রদান করা জায়েয হবে এবং সে ওই দিনের সাওম ভঙ্গ করবে ও পরবর্তীতে তা কাযা করে নিবে।

অবশ্য নাক দিয়ে রক্ত পড়া, কফের সঙ্গে রক্ত বের হওয়া, অর্শ রোগের কারণে রক্ত বের হওয়া, দাঁত উঠানোজনিত কারণে রক্ত বের হওয়া, ক্ষতস্থান ফেটে রক্ত বের হওয়া কিংবা সুঁই দিয়ে খোচা দিয়ে রক্ত বের করা ও এ জাতীয় কাজে সাওম ভঙ্গ হয় না। কারণ; এগুলো শিঙ্গাও নয়, তার মতও নয়; কেননা এগুলো শরীরে শিঙ্গার মত প্রভাব ফেলে না।

ষষ্ঠ কারণ: ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করা

বমি হচ্ছে, পাকস্থলীতে খাবার বা পানীয় যা কিছু রয়েছে তা মুখ দিয়ে বের করে দেওয়া। বমি দ্বারা সাওম নষ্ট হয়, কারণ;

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»

‘যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত বমি হলো, তার ওপর কোনো কাযা নেই। তবে যে ইচ্ছাকৃত বমি করল, সে যেন কাযা করে নেয়।’[9]

ইচ্ছাকৃত বমি করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই পেট চেপে বমি করুক, কিংবা কণ্ঠনালীতে কিছু প্রবেশ করিয়ে বমি করুক কিংবা এমন বস্তুর ঘ্রাণ নিল, যাতে বমি আসে, অথবা এমন বস্তুর দিকে ইচ্ছে করে নজর দিল যার কারণে বমি হয়। এসব কারণে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে।

আর যদি কোনো কারণ ছাড়া বমি হয়, তাহলে সাওমের কোনো ক্ষতি নেই।

আর যদি পাকস্থলী বমি করতে চায় তাহলে সেটাকে চেপে রাখাও সাওমপালনকারীর জন্য আবশ্যক নয়; কেননা এটা তার ক্ষতি করবে, বরং সেটাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিবে, অর্থাৎ সে বমি করতে চেষ্টা করবে না, বমি বন্ধ করতেও চেষ্টা করবে না।

সপ্তম কারণ: হায়েয তথা ঋতু বা নেফাস তথা সন্তান প্রসবের রক্ত বের হওয়া।

* কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»

‘নারীর যখন হায়েয হয়, তখন সালাত আদায় করে না এবং সিয়ামও পালন করে না, তা নয় কি?’[10]

যখন কোনো মহিলার হায়েয হয় কিংবা নেফাসের রক্ত দেখে তখন তার সাওম ভেঙ্গে যাবে। চাই সে দিনের শুরুতে দেখুক কিংবা শেষভাগে দেখুক। এমনকি যদিও তা সূর্য ডোবার এক ক্ষনিক আগেও হয়।

আর যদি সে অনুভব করে যে রক্ত বের হওয়া শুরু হচ্ছে, কিন্তু সূর্য ডোবার পরই শুধু সেটা বের হয়, তবে তাতে তার সাওম শুদ্ধ হয়ে যাবে।

সাওম পালনকারীর উপর হারাম হবে, উপরোক্ত সাওম ভঙ্গের কারণসমূহের যে কোনো একটি করা, যদি সাওমটি হয় ফরয সাওম, যেমন রমযানের সাওম। অথবা যদি সেটা হয় ওয়াজিব সাওম যেমন, কাফফারার সাওম ও মান্নতের সাওম। অবশ্য যদি সাওম ভাঙ্গার শরয়ী ওযর থাকে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। কারণ যে ব্যক্তি ওয়াজিব শুরু করে তার জন্য সহীহ কোনো ওযর ছাড়া এটা পরিপূর্ণ করাটা আবশ্যক। তারপর যদি কেউ কোনো ওযর ছাড়া রমযানের দিনের বেলায় এ হারামসমূহের কোনো একটা করে বসে তাহলে তার ওপর বাকী দিন পানাহার থেকে বিরত থাকা এবং কাযা করা ওয়াজিব। অবশ্য অন্যান্য ওয়াজিব সাওমের ক্ষেত্রে শুধু কাযা করতে হবে, পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে না।

আর যদি নফল সাওম হয়, তাহলে কোনো ওযর ছাড়াই সাওম ভাঙ্গা জায়েয। কিন্তু সাওম পুরা করাই উত্তম।

প্রিয় ভাইসব! তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে যত্নবান হও। পাপাচার ও হারাম থেকে বিরত থাক। আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তার দিকে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কর, তাঁর দানের বিশেষ সময়গুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগাও; তিনি তো অফুরন্ত দানশীল। আর জেনে রেখো! তোমরা তোমাদের মাওলার আনুগত্যে যে সময় কাটিয়েছ দুনিয়া থেকে তা-ই শুধু তোমাদের প্রাপ্তি। সুতরাং সময় চলে যাওয়ার পূর্বে সময়কে গনীমত মনে করে তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করো। ক্ষতি আপতিত হওয়ার আগেই লাভকে বেছে নাও।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সময়গুলোকে কাজে লাগাবার তাওফীক দিন, আর আমাদেরকে নেক কর্মসমূহে ব্যস্ত রাখুন।

হে আল্লাহ! আমাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ দান করুন আর আমাদের সঙ্গে ক্ষমা ও মার্জনার আচরণ করুন।

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য নেক কাজ তথা জান্নাতের রাস্তাসমূহকে সহজ করে দিন আর কঠিন কাজ তথা জাহান্নামের আমল থেকে আমাদেরকে দূরে রাখুন এবং আমাদেরকে আখেরাত ও দুনিয়াতে ক্ষমা নসীব করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আমাদের নবীর শাফা‘আত নসীব করুন এবং আমাদেরকে তাঁর হাউজে উপনীত করুন আর তা থেকে পান করিয়ে এমনভাবে পরিতৃপ্ত করুন যে আর কখনো পিপাসা না লাগে হে সৃষ্টিকুলের রব।হে আল্লাহ আপনি সালাত, সালাম ও বরকত নাযিল করুন আপনার বান্দা ও নবী মুহাম্মাদের ওপর এবং তার পরিবার-পরিজন ও সকল সঙ্গী-সাথীর ওপর।

ফুটনোট

[1] বুখারী: ১৯৩৬; মুসলিম: ১১১১।

[2] বুখারী: ১৮৯৪।

[3] বুখারী: ১৮৯৪; মুসলিম: ১১৫১।

[4] বুখারী: ১৯২৭; মুসলিম: ১১০৬।

[5] বুখারী: ২৫২৮; মুসলিম: ১২৭।

[6] মুসনাদে আহমাদ ৪/৩২, ৩৩, ২১১; আবু দাউদ: ২৩৬৬; তিরমিযী: ৭৮৮; নাসাঈ ১/৮৭।

[7] হাকীকাতুস সিয়াম, পৃ. ৫২-৫৩। আর আল্লাহর উপর না জেনে কথা বল হারাম ও সবচেয়ে বড় গুনাহ; সুতরাং মগজ বা শরীরে পৌঁছা অথবা কোনো রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করা, অথবা পেটে প্রবেশ করা এগুলোর কোনোটিই সাওম ভঙ্গের কারণ নয়। [অনুবাদক ও সম্পাদক]

[8] মুসনাদে আহমাদ ৫/২৭৭, ২৮০, ২৮২, ২৮৩; আবু দাউদ ২৩৬৭; ইবন খুযাইমাহ: ১৯৬২, ১৯৬৩;

মুস্তাদরাকে হাকিম ১/৪২৭।

[9] তিরমিযী: ৭২০; আবু দাউদ: ২৩৮০; মুসনাদ আহমদ: ২/৪৯৮, নং ১০৪৬৩।

[10] বুখারী: ৩০৪।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8581

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন